রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ৪, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ কার্তিক ১৪২৬/০৩ নভেম্বর ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৯.৩২৭—মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম বাংলাদেশ সরকারের মনোনয়নে আগামী নভেম্বর মাসের শুরুতে বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসাবে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে তাঁর শেষ উপস্থিতির এই দিনে মন্ত্রিসভা সুদীর্ঘ কর্মজীবনে প্রজাতন্ত্রের কর্মে তাঁর মূল্যবান সেবার কথা স্মরণ করছে। জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম ৩৬ বছর যাবৎ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত থেকে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, সততা, বিচক্ষণতা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে গেছেন।

২। সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে দীর্ঘকাল দেশের সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় মোহাম্মদ শফিউল আলম-কে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সেইসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করে মন্ত্রিসভার ১২ কার্তিক ১৪২৬/২৮ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত ধন্যবাদ প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার ধন্যবাদ প্রস্তাব

ঢাকা : ১২ কার্তিক ১৪২৬ / ২৮ অক্টোবর ২০১৯

মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম বাংলাদেশ সরকারের মনোনয়নে আগামী নভেম্বর মাসের শুরুতে বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসাবে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে তাঁর শেষ উপস্থিতির এই দিনে মন্ত্রিসভা সুদীর্ঘ কর্মজীবনে প্রজাতন্ত্রের কর্মে তাঁর মূল্যবান সেবার কথা স্মরণ করছে।

জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম ১৯৮২ সনের নিয়মিত ব্যাচে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, স্বশাসিত সংস্থা, মাঠ প্রশাসন এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। ইতঃপূর্বে তিনি ভূমি মন্ত্রণালয় এবং রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং ভূমি আপীল বোর্ড-এর চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এম.ডি.এস (Member Directing Staff) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব শফিউল আলম মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকসহ বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন।

জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম মন্ত্রিপরিষদ সচিব হিসাবে ২৯ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ হতে গত চার বৎসর অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভাকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান ছাড়াও সরকারের নীতি ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রেও একাগ্রতা ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো—দিনের কাজ দিনে শেষ করার সংস্কৃতি চালু করা। তিনি মন্ত্রিসভা-বৈঠক, মন্ত্রিসভা কমিটি বৈঠকসহ সকল সভার কার্যবিবরণী একই দিনে স্বাক্ষরের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। জনাব শফিউল আলম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রিসভার প্রত্যেক বৈঠকের পর প্রেস ব্রিফিং-এর দায়িত্বও সুচারুভাবে সম্পাদন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া, গণকর্মচারীদের মধ্যে জনবান্ধব ও সেবামুখী মানসিকতা তৈরিতে তিনি নিরলস কাজ করেছেন। সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় নবধারারূপে প্রবর্তিত একটি লক্ষ্যাভিমুখী কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালন প্রক্রিয়ায় তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবদের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করেছেন যা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গতিশীলতা সঞ্চারণ করেছে। এছাড়া তাঁর প্রত্যক্ষ উদ্যোগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন কর্মসূচির কর্মপরিধি মন্ত্রণালয়ের বাইরে পর্যায়ক্রমে সংস্থা/অধিদপ্তর/বিভাগ/জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয় যা মাঠ প্রশাসনের কর্মদক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি

করেছে। জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম 'জাতীয় সমন্বিত সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১৯' প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। যুগান্তকারী এ নীতিমালা আন্তঃদাপ্তরিক সমন্বয় নিশ্চিতকরণসহ সরকারি সম্পদের সুষম ব্যবহারে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রদান করার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা মুক্ত বাংলাদেশ গঠনে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। জনাব শফিউল আলমের উল্লেখযোগ্য আরেকটি অবদান হলো—ডকুমেন্টেশন। তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সকল কর্মসূচি যেমন, মন্ত্রিসভা গঠন, NIS, APA, Innovation, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান ইত্যাদির গাইডবুক সবাইকে বিতরণ করেছেন। এমনকি ফেইসবুক ব্যবহার বিধি থেকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা নির্দেশিকা, সেবা সহজীকরণ ম্যানুয়াল পর্যন্ত প্রায় সকল Product-এর পরিচালনা নির্দেশিকা, চেক লিস্ট বই আকারে মুদ্রণ করে সবার হাতে পৌঁছে দিয়েছেন।

জনাব শফিউল আলম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যক্রমে গুণগত পরিবর্তন আনয়ন ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে শক্তিশালী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী সংস্কৃতির বিকাশ এবং মাঠপ্রশাসনের সহায়তায় দেশব্যাপী ই-গভর্ন্যান্স বিস্তারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

জনাব শফিউল আলমের ভূমি-বিষয়ক জ্ঞান প্রশাসনের সর্বস্তরে স্বীকৃত। ভূমি এবং অফিস ব্যবস্থাপনা সহজীকরণের ক্ষেত্রে তাঁর দিক্-নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান জনপ্রশাসনের সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে—'প্রবেশন নির্দেশিকা', 'Gender and Development', 'Performance Appraisal', 'Clustering of Ministries', 'বিধি সহায়িকা-সরকারি চাকুরির বিধিমালা', 'ঠিকানা—বাংলাদেশের আইন, অধ্যাদেশ ও রেগুলেশন নির্দেশিকা' ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইন সংকলন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর জন্য সহায়ক হ্যান্ডবুক প্রণীত হয়।

জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলমের ন্যায়পরায়ণতা, দক্ষতা, বিনম্র আচরণ, পরার্থপরতা ও সেবা প্রদানমূলক মনোভাব সকলের নিকট তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলে।

জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম ৩৬ বছর যাবৎ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত থেকে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা, সততা, বিচক্ষণতা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে গেছেন।

সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে দীর্ঘকাল দেশের সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় মন্ত্রিসভা মোহাম্মদ শফিউল আলম-কে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং সেইসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd